- প্রশ্নঃ- মাওলা (مولى)শব্দের অর্থ কি?
- উত্তরঃ- (স্থান,কাল ও পাত্র ভেদে)মাওলা শব্দের ব্যাবহার বিভিন্ন অর্থে হতে পারে।

যেমনঃ- আল্লাহ, মালিক, শাসক, সর্দার, গোলাম,গোলাম মুক্ত কারী, মুক্ত দাস, পুরস্কার দাতা, পুরস্কৃত, বন্ধু, সাথী, মিত্র, প্রতিবেশী, মেহমান, ভাগী, পুত্র, চাচাতভাই, ভাগিনা,.চাচা, জামাতা, আত্মীয়.

ওলী, আল্লাহর প্রিয়ভাজন ব্যক্তি, অনুসারী, অধীন, প্রভু, কর্তা, মনিব, সাহায্যকারী, রাজা- বাদশা ও সম্রাট ইত্যাদি। প্রমানের জন্য দেখা যেতেপারে আরবী ও উর্দু অভিধান সমূহ।

- প্রশ্নঃ- কারো নাম,গোষ্ঠী,দল ও সর্বনামের পূর্বে মাওলা শব্দ যোগ করে লেখা বা ডাকা যেমনঃ مولي امجد (মাওলা আমজাদ)

আমজাদের মাওলা, مولي القوم (মাওলাল কাওম)জাতী বা গোষ্ঠীর মাওলা,مولٰه (মাওলাহু)তার মাওলা, مولانا (মাওলানা)

আমদের মাওলা। ইত্যাদি জায়েজ হবে কি?

- উত্তরঃ- উক্ত নিয়মে নাম ডাকা বা লেখা জায়েজ আছে। কোরআন শরীফ ১৪ পারা সূরা আন্ নহল আয়াত নং ৭৬ ضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لايقدر علي شئ وهو كل علي مولٰه আল্লাহ আর একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন,দু ব্যক্তির,একজন বোবা কোন কাজ করতে পারেনা। সে তার মালিকেরউপর বোঝা ।.অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁরই সৃষ্টি একজন মানুষের সর্বনামের পূর্বে মাওলা শব্দ ব্যাবহার করে বলেছেন مولٰه (মাওলাহু)

অনুরূপ রাসূল (সঃ) জায়েদ (রাঃ)কে বলেছেন انت اخونا ومولانا তুমি আমাদের ভাই এবং মাওলা।

আবু রাফে (রাঃ)কে বলেছেন انت مولانا তুমি আমাদের মাওলা । এমনি ভাবে মানুষের নামের পূর্বে বা কাউকে খেতাব করতে মাওলা শব্দের ব্যাবহার হাদিস গ্রন্থে বহু রয়েছে, দেখা যেতেপারে

বুখারী শরীফ ১ম খঃ ৫২৮পৃষ্ঠা, মুসলিম শরীফ ১ম খঃ৩৪৫পৃষ্ঠা, আবুদাউদ শরীফ ২৩৩পৃষ্ঠা,

নাসাঈ শরীফ ১ম খঃ ২৮১পৃষ্ঠা, তিরমজী শরীফ ১ম খঃ ১৪২পৃষ্ঠা. ইবনে মাযা শরীফ ১ম খঃ ১২৮পৃষ্ঠা,

মেশকাত শরীফ ১ম খঃ ১৬১পৃষ্ঠা,২য় খঃ ২৯৩পৃষ্ঠা, হেদায়া ১ম খঃ ২০৭পৃষ্ঠা।

- প্রশ্নঃ- কোন কোন স্বঘোষিত গবেষক বলে থাকেন যে,নামের পূর্বে মাওলানা ব্যাবহার করা শিরক, ইহা ঠিক কি না?
- উত্তরঃ- ইহা মোটেই ঠিক নয়। যদি শিরক হত তাহলে রাসূল(সঃ) জায়েদ(রাঃ) ও আবু রাফে(রাঃ)কে মাওলানা বলতেন না ।
- প্রশ্নঃ-নামধারী কোন কোন গবেষক বলেন যে, নামের পূর্বে عبدالمولانا (আব্দুল মাওলানা)লিখতে হবে বা লিখতে পারবে,ইহা ঠিক কি না?
- উত্তরঃ- عبدالمولانا (আব্দুল মাওলানা)শব্দটি আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী বলা বা লেখা শুদ্ধ নয়।কারন, مولانا (মাওলানা) একটি সম্বন্ধপদ। مولا শব্দটিকে نا এর দিকে সম্বোধন করা হয়েছে। আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় مولا (মাওলা)শব্দটি মুযাফ(مضاف সম্বন্ধযুক্ত) হয়েছে। আর আরবী ব্যাকরণ মতে মুযাফের পূর্বে ال হয়না। সুতরাং কেউ যদি عبدالمولانا (আব্দুল মাওলানা) বলে থাকেন ইহা তার স্বঘোষিত মূর্খতার পরিচয়।

প্রচারেঃ-আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত

আল-কোরআন ও হাদীসের আলোকে প্রশ্ন উত্তরে“মাওলানা” অর্থ কি?

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

“বিছমিল্লাহির রাহমানির রহীম”

প্রচার ও প্রকাশনায়:-দ্বীন-ইসলাম, আল-কোরআন, ও হাদীস গবেষনা কেন্দ্র, উম্মাতে-মুহম্মাদ-আর্দশ-ফোরকান (উম্মুআফ) এর পক্ষ থেকে সঠিক উত্তর:-

তথাকথিত খেতাবপ্রাপ্ত মূফতী (আলেমদের পিতা) সাহেব আমার স্বলিখিত কিতাব ধর্মীয় গ্রন্থ “আল-কোরআনের দৃষ্টিতে শিরক কি? এবং প্রকৃত “মাওলানা” কে ? গ্রন্থখানির শিরোনামের প্রশ্নের উত্তরের জবাবে, “মাওলানা” এবং “মাওলা”র যে, বিভ্রান্তিমূলক অর্থ করেছেন, তার প্রশ্ন ও উত্তরসহ সঠিক জবাব নিম্নে দেওয়া হল।

*১নং। প্রথম প্রশ্ন:-(ছিল) মাওলানা, মাওলা শব্দের অর্থ কি ?

তথাকথিত খেতাবপ্রাপ্ত মূফতী (আলেমদের পিতা) সাহেব, উত্তর করছেন (স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে) মাওলা শব্দের ব্যবহার বিভিন্ন অর্থে হতে পারে। যেমন:- আল্লাহ, মালিক, শাসক, সর্দার, গোলাম, গোলাম মুক্তকারী, মুক্ত দাস, পুরষ্কার দাতা, পুরষ্কৃত, বন্ধু, সাথী, মিত্র, প্রতিবেশী, মেহমান, ভাগী, পুত্র, চাচাত ভাই, ভাগিনা, চাচা, জামাতা, আত্নীয়, ওলী, আল্লাহর প্রিয়ভাজন ব্যক্তি, অনুসারী, অধীন, প্রভু, কর্তা, মনিব, সাহায্যকারী, রাজা-বাদশা ও সম্রাট ইত্যাদি। প্রমাণের জন্য দেখা যেতে পারে আরবী ও উর্দূ অভিধান সমূহ ।

আমার তরফ থেকে এর সঠিক উত্তর হল,“মাওলানার শাব্দিক অর্থ” সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে তুলে ধরছি। এই **“মাওলানা” শাব্দিক অর্থ বিভিণ্ন ডিক্সনারী বা অভিধানীক অর্থে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা হল, মাওলানার প্রকৃত অর্থ, সেইভ চেইঞ্জকারী (অর্থ, আকৃতি পরির্বতনকারী), and the act of perfoming, ‘অর্থাৎ এবং যার উদ্দেশ্যে ইবাদত করা হয়’ আর এই “মাওলানা ও মাওলা”র আরবী ডিক্সনারী অনুসারে ও আল-কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী যেমন- কার্য্যোদ্ধারকারী, কার্য্যোনিবাহী, তত্তাবধায়ক, রক্ষাকারী, সাহায্যকারী, রব্ব, বা প্রতিপালক, অভিভাবক, সৃষ্টিকর্তা, প্রকৃত মালিক, প্রকৃত বন্ধু, প্রকৃত প্রভু, আল্লাহ, ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে পবিত্র আল-কোরআনে বিভিণ্ন স্থানে ২টি সুরায় ২ বার এই ‘মাওলানা’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যথা:-২:২৮৬ আয়াত..শেষ অংশ**

وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٨٦

অর্থ“আমাদের মাফ করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদেরকে দয়া করুন-আপনিই আমাদের মাওলানা (কার্যোদ্ধারকারী), সুতরাং কাফিরদের উপরে জয়লাভে আমাদেরকে

সাহায্য করুন। ও সুরা আত তওবাহ ৯:৫১ আয়াতে বলা হয়েছে, "কুল্লান ইউ সিবানা-ইল্লা মা' কাতাবা আল্লাহু লানা হুয়া মাওলানা, ওয়া আলা-আল্লাহি ফাল ইয়া তাওয়াক-কালিল মুমেনিন"

قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوۡلَىٰنَاۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ

অর্থ "বলুন তিনিই তো (মাওলানা) কার্য্যোদ্ধার কারী। আর মুমিনদের তো নির্ভর করা উচিৎ আল্লাহ তা'য়ালার উপরেই"।

এবং ৯টি সুরায় ১১বার 'মাওলা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যথা:-৩:১৫০, ৬:৬২, ৮:৪০, ১০:৩০, ১৬:৭৪/৭৬, ২২:১৩/৭৮, ৪৭:১১, ৫৭:১৫, এবং ৬৬:২, সুরার আয়াতসমূহে সর্বক্ষেত্রে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালাকেই উদ্দেশ্য করে এই "মাওলানা" ও "মাওলা" বলা হয়েছে, শুধু ২২:১৩ আয়াতে মূর্তিপুঁজারকগণকে উদ্দিশ্য করে বলা হয়েছে, যেমন-

يَدۡعُو لَمَن ضَرُّهُۥٓ أَقۡرَبُ مِن نَّفۡعِهِۦۚ لَبِئۡسَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَلَبِئۡسَ ٱلۡعَشِيرُ

"ইয়াদ'উ লামান দ্বাররুহু-আক্করাবু মিন নাফ'ইহী, লাবি'ছাল মাওলাই-অ লাবি'ছাল 'আশীর"। অর্থ"ওরা এমন কিছুর ইবাদত করে, যার উপকার অপেক্ষা ক্ষতিই নিকটতর, এরূপ নেতাও (বন্ধু) মন্দ আর এরূপ সঙ্গীও মন্দ।"

আমরা যদিও সুরা আল হাজ্জ, ২২:১৩ আয়াত অনুসারে কথিত "মাওলাই"দেরকে (রূপক হিসেবে) নেতা বা বন্ধু তথা অভিভাবক সঙ্গীও মনে করি, সেক্ষেত্রে আয়াতের মর্মানুসারে সে হবে একজন মূর্তিপূঁজারকগণের নেতা ও সরদার এবং শিরকশারী? আর আল্লাহর দৃষ্টিতে একজন খারাপ বন্ধু ও সঙ্গী বটে ? আর এদের পিছনে যারা জামায়াতে কাতারবন্দি হয়ে, এক কাতারে ছালাত বা নামাজ আদায় করবেন? তাঁরাও উল্লিখিত সুরা হাজ্ব ২২:১৩ আয়াতের অর্থ অনুসারে মূর্তিপূঁজারকের অন্তঃগত শিরককারী আর একজন খারাপ বন্ধু ও সঙ্গী বটে? এতে সন্দেহের অবকাশ নাই? আর তাঁদের সারাজীবনের ইবাদতই বরবাদ হয়ে যাবে ? এখানে তথাকথিত মূফতী সাহেবের প্রথম প্রশ্নের উত্তর যদি মেনে নেওয়া হয়? তবে তিনি মাওলানা এবং মাওলা'র যে অর্থ করেছেন, আল্লাহ এবং মালিক, পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের অর্থ অনুসারে এ'দুটি অর্থ সঠিক। কিন্তু পরবর্তী বাকী যে অর্থগুলি তিনি করেছেন যেমন:- ভাগী, পুত্র, চাচাত ভাই, ভাগিনা, চাচা, জামাতা, আত্নীয় ইত্যাদি খুবই মারত্নক ভুল অর্থ করেছেন ? যাকে একবার আল্লাহ, মালিক অর্থ করা হল তাকে পূণরায় আবার কি ভাবে ভাগী, পুত্র, চাচাত ভাই, ভাগিনা, চাচা, জামাতা, হিসাবে ডাকা যায় ? (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক) এ প্রশ্ন এবং বিচারটি, আপনারা সর্বসাধারন মুসলমান ভাই-বোনদের ও হাক্কানী ওলামা-মাসায়েক মুমিনদের প্রতি রহিল? যারা এই ধরনের অর্থ করেন, আল্লাহ এবং মালিকের, সাথে সামাঞ্জস্য রেখে পবিত্র আল-কোরআনের অর্থ করেন? তাদের পিছনে নামাজ বা ছালাত আদায় করা দুরস্ত হবে কিনা? (একজন শিরককারী মূর্তীপূঁজারী ব্রাম্মন এর পিছনে যদি কাতার বন্ধী হয়ে

নামাজ বা ছালাত আদায় করা যায় ? এবং তা যদি যায়েজ হয় ? তবে এই সমস্ত লোকদের পিছনে ছালাত আদায় করা একই অর্থ হবে কি না ? এবং সেই সালাত দুরস্ত হবে কি না ? প্রশ্নটি আপনাদের দ্বীনদার মমিন ভাইদের কাছেই রহিল?)

*২নং। প্রশ্ন: (ছিল) কারো নাম, গোষ্ঠী, দল ও সর্বনামের পূর্বে মাওলা, শব্দ যোগ করে লেখা বা ডাকা যেমন ...مَوْلَى (মওলা অমুক) অমুকের মাওলা,..(مَوْلَى) জাতী বা গোষ্ঠীর মাওলা, مَوْلَاه তার মাওলা, مَوْلَانَاমাওলানা, আমাদের মাওলানা ইত্যাদি যায়েজ হবে কি?

উত্তর: (তথাকথিত মূফতীর উত্তর ছিল) উক্ত নিয়মে নাম ডাকা বা লেখা জায়েজ আছে। কোরআন শরীফ ১৪ পারা সুরা আন নহল আয়াত নং ৭৬

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ

আল্লাহ আর একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, দু'ব্যক্তির, একজন বোবা কোন কাজ করতে পারে না সে তার মালিকের উপর বোঝা । অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁরই সৃষ্টি একজন মানুষের সর্বনামের পূর্বে মাওলা শব্দ ব্যবহার করে বলেছেন مَوْلَاه (মাওলাহু)

এখানে প্রশ্ন উত্তরকারী এই আয়াতের মর্মার্থ বুঝতে না পেরে গোঁজামিল দিয়ে কত বড় মারত্মক ভুল করেছেন? এই আয়াতকে বুঝতে হলে, সুরা আন নহল এর ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬ আয়াতকে বুঝতে হবে ? এই আয়াতগুলি ধারাবাহিক এক অন্য আয়াতের সাথে অর্থ ও ভাবধারার সাথে সম্পর্ক রেখে নাজিল হয়েছে, যেমন-১৬:৭৩ আয়াতে বলা হয়েছে, অর্থ:"আল্লাহ তা'য়ালাকে বাদ দিয়ে কি তারা এমন কাউকে পুঁজা করছে, যা নাকি গগনমন্ডল ও পৃথিবীর বুক থেকে তাঁদেরকে রুজী দান করার মত বিন্দু মাত্র ক্ষমতাও রাখে না। কোনও কিছুর উপরে কিছুমাত্র অধিকার যে ওদের নেই।"

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾

এই আয়াতে শিরককারী মূর্তি পুঁজারকগণের দেবতা বা সরদারের প্রতি ঈঙ্গীত করে বলা হয়েছে যে, তাদের কোন কিছুই ক্ষমতা নাই। সবকিছুর মালিক আল্লাহ সর্বশক্তিমান ! (আন-নাহল ১৬:৭৪ আয়াত)

فَلَا تَضْرِبُوا۟ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"ফালা-তাদ্ব রিবু-লিল্লা-হিল আমছালা ইন্নাল্লাহা ইয়ালামু অআন তুম-লা-তালামুন"অর্থ: "সুতরাং তোমরা আল্লাহতায়ালর জন্য কোনও উদাহরণ দিও না। একথা সত্য সুনিশ্চিত যে আল্লাহতায়ালাই সব কিছু জানেন। আর তোমরা আসলেই কিছুই জাননা।"

১৬:৭৫ অর্থ "উপমা হিসেবে আল্লাহ পাক এমন একটি দাসের কথা উল্লেখ করেছেন, কোনও বিষয়ে শক্তি অধিকার বলতে যার কিছুই নেই। আরেকটি লোক, যাকে আমি উত্তম রুজী রোজগার দান করেছি। সুতরাং সে তা গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করছে। এরা দু'জন কি সমান হতে পারে? সকল তারিফ শুধু আল্লাহ তা'য়ালার জন্যই। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই যে কিছুই বুঝতে পারে না।"

۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبۡدًا مَّمۡلُوكًا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَمَن رَّزَقۡنَٰهُ مِنَّا رِزۡقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنۡهُ سِرًّا وَجَهۡرًا هَلۡ يَسۡتَوُۥنَۚ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٧٥

১৬:৭৬। অর্থ "আল্লাহ পাক আরও একটি উপমা দিচ্ছেন: দুঁটি লোক তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে বোবা। কোনও ক্ষমতা নেই তার। সেত নিজ মনিবের উপরে বোঝায় পরিণত হয়েছে। যেখানেই তাকে পাঠানো হোক না কেন, কোনও ভালাই নিয়ে আসতে পারে না। তাহলে কি এই লোকটি সেই লোকের সমান বলে গন্য হতে পারবে? যে নাকি ন্যায় বিচারের জন্য আদেশ দেয়। আর নিজের সহজ, সরল, সত্য সনাতন পথে কায়েম রয়েছে।"

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيۡنِ أَحَدُهُمَآ أَبۡكَمُ لَا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوۡلَىٰهُ أَيۡنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأۡتِ بِخَيۡرٍۖ هَلۡ يَسۡتَوِي هُوَ وَمَن يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ٧٦

এখানে ১৬:৭৫আয়াতে আল্লাহই সর্বক্ষমতার অধিকারী এবং ৭৬ আয়াতে, ৭৫ আয়াতের সাথে ঈঙ্গিত রেখে, বোকা, বুদ্ধিমান, ও জ্ঞানীর সাথে তুলনা করে উপমা দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, বোকা, আর বুদ্ধিমান জ্ঞানীরা কখনও এক হতে পারে না! এখানে এই মনিবকে রূপক হিসেবে স্বয়ং নিজকেই ঈঙ্গিত করেছেন। অতএব আল্লাহ তা'য়ালার জাত (সত্ত্বা) তথা রুবুবিয়্যাত,ও উলুহিয়্যাত বা সিফাতের (গুণাবলির) কোন সর্বনাম হয় না। তাঁর সাথে অন্য কাউকে সেরূপ মনে করা এবং তাঁর সাথে কোন তুলনা বা উপমা দেবার নাম শিরক।

(অনুরূপ রাসুল (স:) জায়েদ (রা:) কে বলেছেন, 'আন্তা আখনা ওমাওলানা' তুমি আমাদের ভাই এবং মওলা:

আবু রাফে (রা:) কে বলেছেন مَوْلَنَا তুমি আমাদের মাওলা। এমনিভাবে মানুষের নামের পূর্বে বা কাউকে খেতাব করতে মাওলা শব্দের ব্যবহার হাদিস গ্রন্থে বহু রয়েছে, দেখা যেতে পারে (এটি আলেমদের পিতা, অর্থাৎ তথাকথিত মূফতী সাহেবের এই উক্তি ছিল)
বুখারী শরীফ ১ম খ:৫২৮ পৃষ্ঠা, মুসলিম শরীফ ১ম খ: ৩৪৫ পৃষ্ঠা, আবুদাউদ শরীফ ২০০ পৃষ্ঠা, নাসাই শরীফ ১ম খ:২৮১ পৃষ্ঠা, তিরমিজী শরীফ ১ম খ:১৪২ পৃষ্ঠা, ইবনে মাযা শরীফ ১ম খ:১২৮ পৃষ্ঠা, মেসকাত শরীফ ১ম খ:১৬১ পৃষ্ঠা,২য় খ:২৯৩ পৃষ্ঠা, হেদায়া ১ম খ:২০৭ পৃষ্ঠা।
এর সঠিক উত্তর:-বুখারী ১ম খ: হাদীস সংখ্যা মোট ৪৯৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ২৭৫। শেষ হাদীস খানা ৩৫০ পরিচ্ছেদ: মুসল্লীর দেহ থেকে মহিলা কর্তৃক নাপাকী পরিষ্কার করা। হাদীস খানা বর্ননা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:), অতএব বুখারী ১ম খন্ডে ৫২৮ পৃষ্ঠা ও এই ধরনের কোন বর্ননা বলতে কিছু নাই এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট? মানুষকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছুই না? অনুরূপ মুসলিম শরীফ, ১ম খ:৩৪৫ পৃষ্ঠা ও আবুদাউদ শরীফ ২০০ পৃষ্ঠায় এরূপ মাওলানা বিষয় কোন বননা বলতে কিছু নাই? সুতরাং এটি শুধু ধর্মভীরু মানুষকে ধোকা দেওয়া এবং বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয় ? অতএব মূফতী সাহেব 'মাওলানা' এবং 'মাওলা'র যে বিভিন্ন মনগড়া অর্থ প্রকাশ করেছেন ? এটি সম্পূর্ণ বিভ্রান্তি মূলক, পবিত্র কোরআন বিরোধী ? হাদীসে এর কোন উল্লেখ নাই বা খুঁজেও পাওয়া যায় না? বরং
হাদীসে নাসায়ী, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) হইতে রেওয়াত করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি রাছুলুল্লাহ (সা:) সম্মুখে আসিয়া বলিল, "ইয়া রাছুলুল্লাহ মাসাল্লাহ ওয়া সানাত"। অর্থ: আল্লাহ যাহা চাহেন এবং আপনি যাহা চাহেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সা:) (ধমকের সাথে) বলিলেন তুমি আমাকে আল্লাহর শরিক বানাইলে ? বরং বল যাহা আল্লাহ এককভাবে চাহেন। (এই কথাটুকু বলায় যদি নবীজি শিরক মনে করে থাকেন তবে তাকে যদি সরাসরি 'মাওলানা' ও 'মাওলা' বলে সম্মোধন করতেন,সেখানে তিনি কি বলতেন? প্রশ্নটি আপনাদের কাছে রহিল?)
*৩। তৃতিয় প্রশ্ন:-(ছিল) কোন কোন স্বঘোষিত গবেষক বলে থাকেন যে, নামের পূর্বে মাওলানা ব্যবহার করা শিরক, ইহা ঠিক কি না?
* উত্তর:-(তথাকথিত মুফতী বা আলেমদের পিতার উত্তর ছিল) ইহা মোটেই ঠিক নয়। যদি শিরক হত তাহলে রাসুল (সা:) যায়েদ (রা:) ও আবু রাফে (রা:)কে মাওলানা বলতেন না।
*চতুর্থ প্রশ্ন:-(ছিল) নামধারী কোন কোন গবেষক বলেন যে, নামের পূর্বে...(আব্দুল মাওলানা) লিখতে হবে বা লিখতে পারবে, ইহা ঠিক কি না ?
*উত্তর:-(তথাকথিত মুফতী বা আলেমদের পিতার উত্তর ছিল)...(আব্দুল মাওলানা) শব্দটি আরবী ব্যকরণ অনুযায়ী বলা বা লেখা শুদ্ধ নয় কারণ مَوْلَنَا (মাওলানা) একটি সম্বন্ধ পথ মওলা শব্দটিকে نَا এর দিকে সম্মোধন করা হয়েছে। আরবী ব্যকরণের পরিভাষায়

...(মাওলা) শব্দটি মুযাফ (...সম্মন্ধযুক্ত) হয়েছে। আর আরবী ব্যকরণ মতে মুযাফের পূর্বে لَ (লাম) হয় না। কেউ যদি ...(আব্দুল মাওলানা) বলে থাকেন ইহা তার স্বঘোষিত মূর্খতার পরিচয়।

প্রচারে:- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত

অতএব, এই ধরনের মিথ্যা হাদীস সমূহ বননা ? এবং কোরআনের আয়াতের ভুল অর্থ করে, মিথ্যা অর্থ করে যারা মানুষকে ঈমান হারা করে ভুল পথে নিয়ে বিভ্রান্ত করে ছাড়ে ? তাঁদের পিছনে কাতারবন্দি হয়ে সালাত,তথা নামাজ আদায় করাটা কি হবে ? এই প্রশ্নটি আপনাদের জ্ঞানী ও বিবেকবান লোকদের উপরেই ছেড়ে দিলাম? আসা করি এর উত্তর পবিত্র আল-কোরআন খুজলেই পেয়ে যাবেন ?

সুরা আন-নহল **১৬:৫১ আয়াতে,আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: তোমরা দুঁটো করে মাবুদ বানিও না। তিনি ত একই (ইলা-হ) মাবুদ। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করে চলো।**

۞ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓاْ إِلَٰهَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ فَإِيَّٰيَ فَٱرۡهَبُونِ

সুরা আন-নিছা **৪:৪৮ আয়াতে। "নিশ্চয়ই আল্লাহ মোটেই ক্ষমা করবেন না। যদি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা হয়। আর সব গোনাহ তিনি নিজ খুশী মোতাবিক মাফ করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করল, সে ত বড় কঠিন গোনাহে লিপ্ত হল।"**

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا

সুরা আন নহল ১৬:১১৯ আয়াত

"তবে যারা কিছুই না জেনে সে সব অপকর্ম করেছে, তারা যদি সে জন্য সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে, আর আত্ন সংশোধন করে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালাও নিশ্চয়ই এর পরে ক্ষমাশীল দয়াময় রূপেই বিরাজমান রয়েছেন"।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٖ ثُمَّ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعۡدِهَا لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ ١١٩

যেমন, আল্লাহর গুন বাচক বহু নাম রয়েছে যাহা কাহারও নামের পিছনে লাগানো হলে এবং সেই নাম ধরে কোন মানুষকে ডাকলে শিরকের অন্ত:র্ভুক্ত হবে। যেমন, করিম, রহিম, জলিল, জব্বার, রব্ব, খালেক, মালেক, মওলা, মাওলানা, ইত্যাদি এই গুন বাচক বা জাতে-সিফাত প্রকাশ্য ৯৯টি নামগুলির পিছনে অবশ্যই আব্দুল (দাস) ব্যবহার করিতে হইবে। যেমন আব্দুল করিম, আব্দুল রহিম, আব্দুল খালেক, ইত্যাদি। যদি এই নামগুলির পিছনে আব্দুল ব্যবহার না করিয়া সরাসরি, করিম, রহিম, খালেক, মালেক,

রব্ব, মাউবুদ, মওলা, মাওলানা, বলা হয় তবে সরাসরি শিরকের অন্তঃর্ভুক্ত হয়ে কঠিন গুনাহগার হতে হবে এবং তার সমস্ত জীবনের ইবাদত বরবাদ হয়ে যাবে।
আল্লাহর নাম এবং জাতে সিফাত সমূহকে অন্যকিছুর সাথে উপমা দেওয়া বা ইহাকে অস্বীকার করা কুফরী। এবং আল্লাহর গুন বাচক নাম সমূহকে, সেই নামে কাউকে ডাকা শিরকের অন্তঃর্ভুক্ত।
আমি এখানে, আল-কোরানের সুরা আল-বাকারার ২:২৮৬ আয়াতের শেষ অংশ "ওয়াফু আন্না ওয়াগ ফিরলানা ওয়ার হামনা, আনতা মাওলানা ফান ছুরুনা আলাল কাওমিল কাফেরিন"

وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٨٦

অর্থ"আমাদের মাফ করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদেরকে দয়া করুন-আপনিই আমাদের মাওলানা (কার্যোদ্ধারকারী), সুতরাং কাফিরদের উপরে জয়লাভে আমাদেরকে সাহায্য করূন।
এবং সুরা আত তওবাহ ৯:৫১ আয়াতে বলা হয়েছে, "কুল্লান ইউ সিবানা-ইল্লা মা' কাতাবা আল্লাহু লানা হুয়া মাওলানা, ওয়া আলা-আল্লাহি ফাল ইয়া তাওয়াক-ক্বালিল মুমেনিন"

قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوۡلَىٰنَاۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ

অথাৎ "বলুন তিনিই তো (মাওলানা) কার্য্যোদ্ধার কারী। আর মুমিনদের তো নির্ভর করা উচিৎ আল্লাহ তা'য়ালার উপরেই"। এ প্রসংঙ্গ বিষয় এই যে,
আল্লাহ এক, একক সত্ত্বা। তাওহীদ বা একত্ববাদ তথা লা-শরিক আল্লাহ বা আল্লাহর কোন শরিক নাই। তাঁর আদিও নাই অন্ত ও নাই । তাওহীদের বিপরীত শব্দ হচ্ছে অংশীবাদ বা অংশীদারী। আল্লাহ জাতে পাক এবং জাতে সিফাত তথা গুনবাচক বহু সুন্দর সুন্দর নাম সমুহ রয়েছে। আল্লাহর একক নাম এবং গুনবাচক নাম সমুহের সাদৃশ্য কোন নাম রাখা সম্পূর্ন নাযায়েজ, নিশিদ্ধ ও শিরকের অন্তঃর্ভুক্ত। **আল্লাহর সাথে তার সৃষ্টির কোন কিছুর উপমা ও তুলনা করাটাই শিরকের অন্তঃর্ভুক্ত।** আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন (আশ-শুরা ৪২:১১ আয়াত)

لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ

"লাইছা কামিস্লিহী শাইউন, ওআহুয়াচ্ছামী উলবাছীর"। তার সমতুল্য কোন বস্তুই নাই এবং তিনি স্বর্বদর্শী। তাই মহাজ্ঞানী শুকৌশলী রাব্বুল আলামীন আরও বলেন; (আন-নাহল ১৬:৭৪ আয়াত)

فَلَا تَضْرِبُوا۟ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"ফালা-তাদ্ব রিবু-লিল্লা-হিল আমছালা ইন্নাল্লাহা ইয়ালামু অআন তুম-লা-তালামুন" সুতারং তোমরা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য কোনও উদাহরন দিওনা। একথা সত্য সুনিশ্চিত যে আল্লাহ তায়ালাই সব কিছু জানেন। আর তোমরা আসলেই কিছুই জাননা। যেখানে আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কোন তুলনা, উপমা বা উদাহরন দেওয়াটাই কোরআনে নিষেধ রয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে কিছু কিছু আলেম ও আব্দুল মাওলানা সাহেবরা একখানা বিক্রিত জওফ হাদীসকে তুলে ধরে তাদের নামের পিছনের "মাওলানা" টাইটেলকে মজবুত করে ধরে রাখতে চাচ্ছেন? আসলে সেই জওফ হাদীস খানা ছহীহ ছিত্তা হাদীস গ্রন্থে কোনই ভিত্তি নাই এবং কোন ছহীহ সনদও নাই। সেই বানোয়াট গলদ হাদীস খানা থেকে আজ শত শত গলদ হাদীসে রূপান্তর করে তাঁদের স্বলিখিত কেতাবাদিতে পরিপূর্ণ করে ফেলেছে? এমন কি তাঁদের নামের পিছনে "মাওলানা" টাইটেল খেতাবকে ঠিক রাখার জন্য নবী (সা:) এর দুরূদ শরীফ পাঠের মধ্যেও কৌশলে এই মাওলানা শব্দ ঢুকিয়ে দিয়েছে! (নাউজুবিল্লাহ) সকলের অবগতির জন্য সেই বিক্রিত হাদীস খানার সানে নজরুলের ঘটনা আমি এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে তুলে ধরিলাম একটু চিন্তা করলেই আপনাদের কাছে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে আশা করি?

উল্লিখিত হাদীস খানার বিষয় বস্তু প্রসঙ্গ হল, আরব অঞ্চলের বেদুইনরা তাঁদের দলের দলপতি সরদার বা নেতাকে **মাওলাই** বলে ডাকে বা সম্মোধন করে থাকেন। একদিন কোন এক ঘটনা প্রসংঙ্গে হযরত আলীর (রা:) সংঙ্গে তাঁদের এক দলনেতা বা(مَوْلَىٰه)মাওলাইর সংঙ্গে কোন এক বিষয় নিয়া মতদন্ধ হয়, ঘটনাটি যখন নবী (সা:) পর্যন্ত পৌছায় তখন তিনি সেখানে উপস্তিত হয়ে ঘটনাটি বিস্তারিত শুনেন যা তাঁদের মাওলাই নিবাচনি মতদ্বন্ধ বিষয় ছিল এবং নবীজি (সা:) সকলকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন: তোমরা কি আমাকে **মাওলাই** মান? তখন সবাই এক বাক্যে বলে উঠিল হাঁ আপনি আমাদের **মাওলাই**! তখন তিনি বল্লেন: **"আমি যার মাওলাই আলীও তার মাওলাই"** তখন তারা নবী'র (সা:) ফয়সালাকে স্বীকার করে মেনে নিলো। এই হাদীস খানা থেকে পরবর্তীতে **মাওলাই** থেকে **মাওলা** আলী (রা:) বনে গেলো শিয়াদের কাছে। শিয়া মুসলিমগণ আলী (রা:)কে প্রধান্য দেয় নবীর (সা:) চেয়ে। আর এখন সুন্নি মুসলমানরা মাওলাই থেকে নবী'র (সা:) নামের পূর্বে দুরূদ শরীফের মধ্যে "মাওলানা" ঢুকিয়ে দিয়েছে? (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক) তাঁদের নিজেদের নামের পিছনে "মাওলানা" টাইটেলকে মজবুত করে ধরে রাখার জন্য এবং মাওলানার বিভিন্ন শাব্দিক অর্থ বাহির করে ব্যকারণের মারপ্যাঁচ দেখিয়ে চলছে নিজেকে বিখ্যাত খেতাবধারী 'মাওলানা' টাইটেলওয়ালা হিসেবে। এবং পাক-কোরআনের অনেক 'মুশাবিহাতুন' তথা রূপক আয়াতকে অপব্যাখ্যা করে অর্থের তারতম্য ঘটিয়ে নিজকে খেতাবপ্রাপ্ত জাহিরী করে, ধর্মের মধ্যে, কমিউনিটির মধ্যে ফিত্না-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে গোলোযোগের জন্ম দিয়েছে?

আসলে তাঁরা আল-কোরআনের দৃষ্টিতে সুরা আল-ইমরান ৩:৭ আয়াত অনুসারে ফিত্না-বাজ ? আল্লাহ বলেন,

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٧﴾

"হুওয়াল্লাযী-আন্যালা আ'লাইকাল্ কিতা-বা মিন্হু আ-ইয়া-তুম্ মুহ্-কামা-তুন্ হুন্না উর্ম্মুল কিতা-বি অ উখারু মুতাশাবিহা-তুন্ ফাআম্মাল্লাযী-না ফী-ক্বুলু-বিহিম্ যাইগুন ফাইয়াত্তাবিউ-না মা-তাশা-বাহা মিন্হুব্ তিগা-য়াল্ ফিতনাতি অবতিগা-য়া তা'ওয়ীলিহি-অমা-ইয়া'লামু তা'ওয়ী-লাহুয়া-ইল্লাল্লা-হু ওয়ার্ রাছিখু-না ফিল্ ইল্মি ইয়াক্কু-লু-না আ-মান্না-বিহী-কুল্লুম্ মিন্ ইনদি রাব্বিনা অমা-ইয়ায্ যাক্কারু ইল্লা-উলুল্ আলবা-ব্।"

অর্থ "তিনিই ত আপনার কাছে কিতাব নাজিল করেছেন। তার একাংশ হচ্ছে-আদেশ সূচক আয়াতের সামিল। আর তাই হচ্ছে কিতাবের মূল অংশ। অপর অংশ হচ্ছে রূপক ও বিবিধ অর্থে পরিপূর্ণ আয়াতসমূহ। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা আছে তারাই বিবিধ অর্থপূর্ণ অংশ নিয়ে মেতে উঠে ফিত্না-ফ্যাসাদের খোঁজে, সে সবের বিবরণ খোঁজে। অথচ সে সবের বিবরন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেই জানেন না (আল্লাহ ছাড়া এর অর্থ কেউ অবগত নহে)। যারা সত্যিকার জ্ঞানসাধক তারা বলেঃ আমরা বিশ্বাস করি সবকিছু আমাদের পালনকর্তার কাছ থেকে এসেছে। উপদেশ ত শুধু তারাই গ্রহণ করে যারা সত্যিকার জ্ঞানী।

তথাপি আমরা যদি বায্যিক অর্থে "মাওলানার" অর্থ কার্যোদ্ধারকারী ধরে নেই। তবে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কাহারও এ দুনিয়াতে এমন কোন শক্তি নেই, কেউ নেই যে বান্দার কার্যোদ্ধারকারী হতে পারে। একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই বান্দার কার্যোদ্ধারকারী।এই অর্থের দিক দিয়ে আল্লাহকে 'মাওলানা' সম্মোধন করা একান্ত যুক্তি যুক্ত সঠিক ও সত্য। সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালাই একমাত্র "মাওলানা"।

অতএব আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ব্যপারে কারোই এমন কোন অধিকার নাই যে, যে-যার ইচ্ছা মত আল্লাহর গুণাবলির নাম রাখবে কিংবা যে গুনে ইচ্ছা তার গুন কীর্তন করবে। শুধুমাত্র যে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করাই আবশ্যক যা কোরআন ও সুণ্নাহ মতে আল্লাহ তা'য়ালার নাম কিংবা গুন বাচক হিসাবে উল্লিখিত রয়েছে, যেমন আল্লাহকে করীম বলা যাবে, কিন্তু সখী বা দাতা বলা যাবে না, নুর বলা যাবে কিন্তু তাকে জ্যোতি বলা যাবে না, শাফি বলা যাবে কিন্তু তবীব বা চিকিৎসক বলা যাবে না। এই শব্দগুলো প্রথম শব্দের সমার্থক হলেও কোরআন-হাদীসে বর্নিত হয়নি।

কোন লোককে আল্লাহ তা'য়ালার জন্য নির্ধারিত নাম সম্মোধন করা না যায়েজ, হারাম ও শিরকের অন্ত:র্ভুক্ত। তবে আসমায়ে হুসনা সমূহের মধ্যে কিছু নাম এমনও আছে যেগুলো

স্বয়ং কোরআন ও হাদীসে অন্যান্য লোকদের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। আর কিছু নাম রয়েছে যে গুলো শুধুমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো জন্য ব্যবহার করার কোন প্রমাণ কোরআন হাদীসে নেই। যে সব নাম আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য ব্যবহার করা কোরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত; সে সব নাম অন্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে তবে তার পিছনে "আব্দুল" শব্দ অবশ্যই ব্যবহার করিতে হইবে। যেমন আব্দুল রাহীম, আব্দুল রাসীদ, আব্দুল কারীম, আব্দুল আজীজ, প্রভৃভি। পক্ষান্তরে আল্লাহ ছাড়া অপর কারো জন্যে যে সব নামের ব্যবহার কোরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নেই। সেগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য এগুলোর ব্যবহার করা **"এলহাদ"**তথা বিকৃতি সাধনের অন্ত:র্ভুক্ত এবং না যায়েজ ও হারাম। যেমন রাহমান, সুবাহান, রাযযাক, খালেক, মালেক, গাফফার, কুদ্দুস, রব্ব, মাওলানা, মাওলা, প্রভৃতি যদি এগুলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সে ভাবে ব্যবহার করলে সম্পূর্ণ কুফরির অন্ত:র্ভুক্ত হয়ে শিরেকী করত: কঠিন গুনাহের কাজে লিপ্ত হবে, আর তার সমস্ত জীবনের ইবাদত বরবাদ হয়ে যাবে এবং জাহান্নামের দলভুক্ত হবে।

তদুপরি এই নির্দিষ্ট নাম গুলো যদি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো ক্ষেত্রে কোন ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে ব্যবহৃত হয় যে, যাকে এসব শব্দের দ্বারা সম্মোধন করা হচ্ছে তাকেই যদি খালেক কিংবা রাযযাক, মালেক মাওলানা মনে করা হয়, তাহলে তা সম্পূর্ণ কুফরি। আর বিশ্বাস যদি ভ্রান্ত না হয়, শুধু মাত্র অমনোযোগিতা কিংবা না বোঝার দরুন কাউকে খালেক, মালেক, রাযযাক, কিংবা সোবাহান, বলে ডেকে থাকে, তাহলে তা যদিও কুফর নয়, কিন্তু শিরেকির সুলভ শব্দ হওয়ার কারনে কঠিন গুনাহ ও পাপের কাজ বটে। শ্রদ্ধেয় দ্বীনে-আলেম, ওলামা-মাসায়েক ভাইদের প্রতি আমার আন্তরিক আবেদন, পবিত্র আল-কোরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে প্রামাণস্বরূপ সঠিক ও পরিস্কার ভাবে বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করিতেছি, যে নামের পিছনে "মাওলানা" উপাধি ব্যবহার করা এটা কি সঠিক কি না? না কি বে'দায়াত নাজায়েজ? না কি শিরেকি? কি অর্থে এই মাওলানা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে? বা আপনারা কি অর্থের দিকদিয়ে "মাওলানা" ব্যবহার করছেন? দ্বীনে-আলেম, মৌলবী, মোল্লা, মাসায়েখ, পরহেজগারী, মোর্ত্তাকীন, ছালেহিন উপাধিগুলি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এর মধ্যে কোন দোষক্রটি নাই। বরং এটা খাঁটি মু'মিন বান্দাদের জন্য দেয়া, আল্লাহ প্রদত্ত টাইটেল। যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে খাঁটি বান্দা তাহারা এই উপাধিগুলো ব্যবহারে কোন দোষক্রটি নেই।

হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা:) থেকে বর্ণিত- রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেন, আমার পাঁচটি (প্রসিদ্ধ) নাম (১) আমি মুহাম্মাদ, (২) আমি আহমাদ, (৩) আমি আলমাহী (নিশ্চিহ্নকারী) আমার দ্বারা আল্লাহ কুফর ও শিরককে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন, (৪) আমি আলহাশির (সমবেদকারী কিয়ামতের ভয়াবহ দিবসে) আমার চারপাশে মানবজাতিকে একত্রিত করা হবে, (৫) আমি আলআকিব (সর্বশেষ আগমনকারী আমার পর অন্য কোন নবীর আগমন হবে না)। এছাড়া অবশ্য কুরআন মাজিদের যে সমস্ত আয়াতে তাঁর মহান নাম কিংবা মহৎ গুণাবলীর বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে, হে নবী! এবং হে রাসুল! বলে সম্মোধন করেছে। তার বিবরণ নিম্নোক্ত তালিকায় প্রকাশ পাচ্ছে, **এই তালিকায় নবী ও রাসুল ব্যতীত তাঁর অন্যান্য যে সমস্ত টাইটেল বা পদবী ও গুণবলীর বিবরণ উল্লেখ**

রয়েছে পাক-কোরআনের বিভিন্ন সুরা ও আয়াতে তা নিম্নে উল্লিখিত হইল যেমন, ২৯টি টাইটেল বা উপধিতে ঐ নামগুলিতে সম্মোধন করা হয়েছে, যা নিম্নে বর্ণিত হল যথাঃ-

(১) মুহম্মাদ, ৪টি সুরায়=৪বার, ৩:১৪৪, ৩৩:৪০, ৪৭:১, ৪৮:২৯, (২) আহ্‌মাদ, ১টি সুরায়=১বার, ৬১:৬, (৩) আবদুল্লাহ্‌, ৩টি সুরায়=৩বার, ৫৭:৯, ৭২:১৯, ১৮:১, (৪) শাহেদ, ৩টি সুরায়=৩বার, ৪৮:৯, ৩৩:৪৬, ৭৩:১৫, (৫) বাশীর, ৫টি সুরায়=৫বার, ৪:১৯, ৭:১৮৮, ১১:২, ৩৪:২৮, ৩৫:২৪, (৬) নাজীর, ১৪টি সুরায়=২৩বার, ২:১১৯, ২৯:৫০, ৪:১৯, ৭:১৮৮, ১১:২, ১৫:৮৯, ৩৫:২৩, ৩৭, ৪২, ৪৬, ৪৮:৯, ৫১:৫০, ৫১, ৬৭:৮, ৯, ১৭, ২৬, ২৫:৫৬, ৩৪:২৮, ৪৬, ৩৮:৭, ৪৬:৫, (৭) মুবাশশির, ৩টি সুরায়=৩বার, ৩৩:৪৬, ৪৮:৯, ২৫:৫৬ (৮) মুযাক্কির, ১টি সুরায়=১বার, ৮৮:২১, (৯) আযীয, ১টি সুরায়=১বার, ৯:১২৮,(১০) রাউফ, ১টি সুরায়=১বার, ৯:১২৮, (১১) রাহীম, ১টি সুরায়=১বার, ৯:১২৮, (১২) আমীন, ১টি সুরায়=১বার, ৪৪:১৯, (১৩) মুয্‌যাম্মিল, ১টি সুরায়=১বার, ৭৩:১, (১৪) মুদাসসির, ১টি সুরায়=১বার, ৭৪:১, (১৫) মুনযির, ১টি সুরায়=১বার, ২৭:৯২, (১৬) হাদী, ১টি সুরায়=১বার, ৩০:৫৩,(১৭) ইয়াসীন, ১টি সুরায়=১বার, ৩৬:১, (১৮) রাহ্‌মাত, ১টি সুরায়=১ বার২১:১১৭ (১৯) নিয়ামত, ২টি সুরায়=২বার, ২:২৩১, ২৭:৮১, (২০) তোয়াহা, ১টি সুরায়=১বার, ২০:১, (২১) নূর, ১টি সুরায়=১বার, ৫:১৫, (২২) হাককুন, ২টি সুরায়=২বার, ১০:১০৮, ১৬:২৩,(২৩) সিরাজুন মুনীর,১টি সুরায়=১বার, ৩৫:৪৬,(২৪) শাহীদ, ৪টি সুরায়=৪বার, ২:১৪৩, ৪:১৪৩, ১৬:৮৯, ২২:৭৮, (২৫) দাঈ ইলাল্লাহ, ১টি সুরায়=১বার, ৩৫:৪৬,(২৬) খাতামুন নাবিয়ীন, ১টি সুরায়=১বার, ৩৩:৪০,(২৭) নাবী, ১১টি সুরায়=২৫বার, ৩:১৬১, ৫:৮১, ৭:১৫৭, ১৫৮, ৮:৬৪, ৬৫, ৬৭, ৭০, সুরা বারাআতুনঃ ৬১, ৭৩, ১১৩, ৩৩:১, ২৮, ৩২, ৩৮, ৪৬, ৩৫:৫০, ৫২, ৪৯:২, ৬০:১২, ৬৪:১, ৬৬:১, ৩, ৮, ৯, (২৮) রাসুল, ৩১টি সুরায়=১৩১-বার, বাকারা-২:১৪২, ২৫০, আলে-ইমরান ৩:২৩, ৮১, ৮৬, ১০১, ১৩২, ১৫৩, ১৭২, ১৭৯, ১৮৩, নিসা-৪:১৪, ৫২, ৬১, ৬৪, ৬৯, ৭৯, ৮০, ১০০, ১১৫, ১২৬, ১৭০, মায়িদাহ-৫:১৫, ৩২, ৪১, ৫৫, ৫৬, ৬৭, ৮২, ৯২, ৯৯, ১৪০, আরাফ-৭:১৫৭, ১৫৮, আনফাল-৮:১, ১২, ২৪, তওবাহ-৯:১, ২, ৭, ১৬, ২৪, ২৯, ৩৩, ৫৪, ৫৯, ৬৩, ৬৫, ৮০, ৮১, ৮৪, ৮৬, ৮৮, ৯১, ৯৪, ৯৭, ৯৯, ১০৫, ১০৭, ১২৮ নাহল-১৬:১১৩, বনিইসরাইল-১৭:৯৩, মুমিন-২৩:৭৮, ২৫:২৭, ৩০, ৪১, নূর-২৪:৪৭, ৪৮, ৫১, ৫২, আনকাবুত-২৯:১৮, আহয্‌াব-৩৩:৬, ২১, ২৯, ৩১, ফাতির-৩৫:৫২, ৫৭, যুখরুফ-৪৩:২৯, দুখান-৪৪:১৪, ১৯, মুহাম্মাদ-৪৭:৩২, ৩৩, ৪৮:৯, ১২, ১৩, ১৭, ২৬, ২৭, ২৮, ৯৬, আলফাতহ ৪৮:৯, ১২, ১৩, ১৭, ২৬, ২৭, ২৮, ৯৬, হুজুরাত ৪৯:১, ৩,৮, ১৪, ১৫, ৫৭:৭, ৮, ২৯, মুজাদালাহ-৫৮:৫, ৮, ৯, ১২, ১৩, ২০, ২২, হাশর ৫৯:৪, ৬, ৭, ৮, ৬০:১, ৬১:৯, ১১, ৬৬, জুমুআহ-৬২:২, মুনাফিকুন-৬৩:১,৭,৮,তাগাবুন-৬৪:৮,১২, তালাক-৬৫:১১, আলহাক্কাহ ৬৯:৪২, জ্বিন-৭২:২২, ২৮, (২৯) আবদুহু, ২টি সুরায় =২বার, ফুরকান–২৫:১, ইসরা-১৭:১ ।(প্রথম সুরা নম্বার:দ্বিতীয়টি আয়াত..)

এর মধ্যে ৪টি সুরায় ৪বার মুহম্মাদ। একটি সুরায় একবার আহ্‌মাদ। ৩টি সুরায় ৩বার আবদুল্লাহ। ৩টি সুরায় ৩বার শাহেদ। ৩টি সুরায় ৩বার মুবাশশির। ৫টি সুরায় ৫বার বাশীর। ১৪টি সুরায় ২৩বার নাযীর। ১টি সুরায় একবার মুযাককির। ১টি সুরায় একবার সিরাজুম মুনীর। ১টি সুরায় এবার দাঈ ইলাল্লাহ। ১টি সুরায় একবার হাককুন। ১টি সুরায় এবার আযীযুন। ১টি সুরায় এবার রাউফুন। ১টি সুরায় একবার রাহীম। ১টি সুরায় একবার আমীন। ১টি সুরায় একবার নূর। ২টি সুরায় ২বার নিয়ামত। ১টি সুরায় একবার হাদী। ১টি সুরায় একবার রাহ্‌মাতুন। ১টি সুরায় একবার তোয়াহা। ১টি সুরায় একবার ইয়াসীন। ১টি সুরায় একবার মুয্‌যাম্মিল। ১টি সুরায় একবার মুদ্দাসসির। ১টি সুরায় একবার মুনযির। ১টি সুরায় একবার খাতামুন নাবীয়ীন। ১১টি সুরায় ২৫বার নাবীয়িন। ৩১টি সুরায় ১৩১বার রাসুল। ৪টি সুরায় ৪বার শাহীদ। এবং ২টি সুরায় দুইবার আবদুহু সম্মোধন করে বলা হয়েছে। **পাক-কোরআনের বিভিন্ন সুরা ও আয়াতে ২৯টি টাইটেল বা উপধিতে ঐ নামগুলিতে সম্মোধন করা হয়েছে, কিন্তু কোথাও একবার নবীকে "মাওলানা"বা "মাওলা" সম্মোধন করা হয়নি সমস্ত কোরআন মাজিদে।** তা হলে আপনারা যারা এই "মাওলানা" নামের পিছনে ব্যবহার করছেন কি ভাবে কোথা থেকে পেলেন? এবং কি অর্থে ব্যবহার করছেন ?

আমরা যদি ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করি তবে দেখা যায়, প্রথম মানব আদম (আ:) থেকে, খাতামুন আম্বিয়া হযরত মুহম্মাদ (সা:) পর্যন্ত কোন নবী ও রাছুলের নামের পিছনে এই মাওলানা শব্দ ব্যবহার করেন নাই। প্রধান চার খলিফা ও কোন সাহাবীর, তাবায়ীন, তাবে-তাবায়ীন, তাদের নামের পিছনে, তাদের জীবনদ্দশায় এই মাওলানা শব্দ ব্যবহার করেন নেই। এমন কি প্রধান চার ঈমাম হইতে বার ঈমাম পর্যন্ত এই মাওলানা শব্দ কেউ ব্যবহার করেন নাই। এমন কি কোন গাউজ-কুতুব অলি-আল্লাহগণের নামের পিছনেও মাওলানা শব্দ টাইটেল হিসাবে ব্যবহার করা হয় নাই। তাহলে তাদের চেয়ে কি বর্তমান এই আব্দুল মাওলানা নামধরী উপাধিয়ালা আলেমগণ অতি বুজুরগানে হয়ে গেলেন নাকি? যে নবী রাসুলগণ এবং সাহবী ও তাবে-তাবায়েনগণ তাদের তুলনায় কিছুই না (নাউজুবিল্লাহ মিনজালেক)! আদম (আ:) থেকে শেষ নবী (সা:) পর্যন্ত কত হাজার হাজার বৎসর অতিবাহিত হয়েছে এবং কতজন নবী ও রাসুলগণ আগমন করেছেন তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সঠিক জানেন। কিন্তু ইতিহাস খুজলে দেখা যাবে যে, দ্বীনের নবী হযরত মুহম্মাদ (সা:) হইতে ১৩শত বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে, তাতেও দেখা যায় যে কারো নামের পূর্বে এই মাওলানা শব্দ ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু ১৩শত বৎসর পরে দেখা যায় পাকভারত উপমহাদেশে মুজাদ্দিদে আলফেসানী হযরত সাইয়েদ আহমাদ শিরহিন্দী (রহ:) ও তার পুত্র পর্যন্ত, 'মাওলানা' শব্দ নামের পূর্বে টাইটেল হিসাবে কেউ ব্যবহার করেন নাই। ইতিহাস খুজলে এর এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে না। কিন্তু এর পরবর্তী সময় অনেকের নামের পূর্বে মাওলানা শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

১৮৫৬ খৃস্টাব্দে বৃটিস পাকভারত শাসন আমলে, দেওবন কওমীয়া মাদ্রাসা ও আলীগড় আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই দু'টি মাদ্রাসার ১৪জন শিক্ষকই ছিল ইহুদী, খৃষ্টান-নাছারা সম্প্রদায়ের অন্ত:র্ভুক্ত। সেই মাদ্রাসা থেকে সর্ব প্রথম যারা কামেল বা

জামাদিয়াল টাইটেল পাস করেন, সেখান থেকেই সর্ব প্রথম, বৃটিস সাম্রাজ্যবাদী খ্রীষ্টান শাসক গুষ্ঠির কুটচালে, অদুর ভবিস্যাতে মুসলমানদের মধ্যে ফিত্না-ফ্যাসাদ সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং মুসলমানদের "কালেমা" নষ্ট করা তথা ঈমান হারা করে, কুফরির পথে ধাবিতের উদ্দেশ্যে এই "মাওলানা" উপাধি ভারবালি, (মৌখিক ভাবে) নামের পিছনে টাইটেল হিসাবে প্রদান করা হয়। তখন থেকে অদ্যাবধি, শুধু পাকভারত উপমহাদেশে, তথা ভারত, পাকিস্তান, ও বাংলাদেশে এই মাওলানা টাইটেল নামের পূর্বে সরাসরি ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। পৃথিবীর আর কোন রাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত তাদের নামের পিছনে এই "মাওলানা" টাইটেল বা শব্দ ব্যবহার করে না, শুধু পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ ছাড়া। **গুয়েবলস থিওরী বলে একটি অসত্য, মিথ্যা যদি বার বার, হাজার বার প্রচারিত হয়, তবে গুয়েবলস থিওরীর মাধ্যমে পরিশেষে সেই মিথ্যা একদিন সত্যে পরিণত হয়ে যায়।** তদরূপ এই মাওলানা টাইটেল দুইশত পঞ্চাশ বৎসর যাবত ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। তাই ইহা আজ সত্যে পরিণত হয়ে গেছে। তাই তো প্রশ্ন দেখা দিয়েছে নামের পিছনে এই মাওলানা শব্দ ব্যবহার করাটা কি যায়েজ আছে ? না কি শির্রকের অন্ত:র্ভুক্ত কিনা ? আল্লাহ পাকের নিদিষ্ট গুনাবলী যা শুধূ কেবল তাঁরই জন্য নির্ধারিত, সেগুলোর মধ্যে অন্য কাউকে যুক্ত করা যাবে না। আর কোন কিছুকে অংশীদার স্থাপন করা, কাউকে মাওলানা বলা, রাজ্জাক, খালেক, মালেক ইত্যাদি বলা সম্পূর্ণ শিরক ফিছ ছিফাত। এবং শিরকের অন্ত:র্ভুক্ত এতে কোন দ্বিমতের অবকাশ নাই।

অধিকান্ত যে স্থানে ইসলাম প্রস্ফুটিত হয়েছে সে স্থানের কোন মুসলমান তাঁদের নামের পিছনে এই মাওলানা শব্দ ব্যবহার করছেনা। এমন কি বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত ছাড়া, পৃথিবীর আর কোথাও এই মাওলানা শব্দ তাদের নামের পিছনে নেই। যারা ইসলামের দাবীদার (সৌদিআরব) তাদের নামের পিছনেও এই মাওলানা শব্দ ব্যবহৃত হয়না। এমন কি তারা আল্লাহর গুনবাচক অন্য নাম গুলিও সর্তকতার সাথে ব্যবহার করে থাকেন। কেবল মাত্র কোন দোয়া, প্রার্থনা বা ফরিয়াদ এর সময় স্বয়ন আল্লাহপাকের উদ্দেশ্যে, এই "মাওলানা" এবং "মাওলা" শব্দ ব্যবহার করে, দোয়া করে থাকেন। তাহলে আপনারা যারা এই মাওলানা শব্দ ব্যবহার করছেন তা কি ভাবে, কোন উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছেন? আমি আপনাদের উপর কোন হিংসা বিদ্বেষ বা খারাপ উদ্দেশ্য নিয়া বলছিনা। জ্ঞানের অভাব ও অজ্ঞতা বসত মনের অগোচোরে মানুষ যেনো, কোন শিরকের অন্ত:র্ভুক্ত না হয়ে পড়ে? আর তাহার সমস্ত জীবনের সাধনা ও ইবাদত যাতে বরবাদ না হয়ে যায়? আর শিরকের অন্ত:র্ভুক্ত হয়ে জাহান্নামের দল ভুক্ত না হয়ে পড়ে? সে উদ্দেশ্য নিয়া প্রশ্নটি তুলে ধরছি। আমার কোন ভুলত্রুটি হলে, কোরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সঠিক প্রমান দিয়ে, আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যারা তাদের নামের পিছনে এই মাওলানা শব্দ ব্যবহার করছেন। এবং নাযায়েজ বে'দায়াত হলে নামের পিছন থেকে অনুগ্রহ করে এই মাওলানা শব্দ মুছে ফেলুন যাতে সাধারন ধর্মভীরু মানুষ শিরকের অন্ত:র্ভুক্ত না হয়। **আল্লাহ এক, একক, তার রুবুবিয়্যাতে এবং উলুহিয়্যাত নাম সমূহ এবং গুণ সমূহের কোন শরিক নাই।** তিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক ও মালিক এবং ইবাদতের তিনিই একমাত্র অধিকারী অতএব দোয়া, বিপদে আপদে সাহায্য প্রার্থনা করা, চাওয়া, মাণ্নত করা, জ্বেহ করা, আসা-ভরসা, ভয়ভীতি,

ভালবাসা, এমনি ধরনের সকল ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা শিরকের অন্ত:র্ভুক্ত। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেদায়েত প্রাপ্ত করুন এবং শিরককারী ও জাহান্নামীদের দলভুক্ত হইতে রক্ষা করুন।

وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٨٦

অর্থ "আমাদের মাফ করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদেরকে দয়া করুন-আপনিই আমাদের মাওলানা (কার্যোদ্ধারকারী), সুতরাং কাফিরদের উপরে জয়লাভে আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমীন

আলহাজ্ব সৈয়দ আমজাদ হোসেন
বাইও মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার
বীরপ্রতিক মুক্তিযোদ্ধা
বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ, আত্বিক-তার্ত্বিক সাধক ও দ্বীনি-গবেষক।

সঠিক দ্বীন-ইসলাম এবং ধর্ম সম্মন্ধে যানতে চাইলে পাঠ করুন

লেখকের অন্যান বিশেষ সমালোচিত গুরুত্বপূর্ণ যে ধর্মীয় গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে তা নিম্নে উল্লিখিত করা হল যথা:-

১। পবিত্র আল-কোরআনের দৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষতা ও দ্বীন ইসলাম এবং ফিত্না কি? (প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১০ইং)

২। আল-কোরআনের দৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষতা ও দ্বীন-ইসলাম এবং গণতন্ত্র। (দ্বিতীয় সংস্করণ ফাল্গুন ১৪১৮, ফেব্রুয়ারি ২০১২ইং)

৩। আল-কোরআনের দৃষ্টিতে শিরক কি ? শিরকের প্রকৃত অর্থই বা কি? এবং প্রকৃত মাওলানা কে ? (প্রথম সংস্করণ জুন- ২০১৩ ইং)

৪। দ্বীন-ইসলাম ও আল-কোরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে ফিত্না কি ? এবং সন্ত্রাসী (প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর- ২০১৩ ইং এবং দ্বিতীয় সংস্কারণ আগষ্ট ২০১৪ ইং)

৫। উম্মাতে মুহম্মাদ আদর্শে ফোরকান তথা "উম্মুআফ"(প্রথম সংস্কারণ আগষ্ট ২০১৪ ইং)

৬। পবিত্র আল-কোরআন ও সহীহ হাদীসের দৃষ্টিতে 'আল্লাহর রাহে জিহাদ কি? এবং সন্ত্রাস ও ফিত্না সৃষ্টি? (প্রথম সংস্কারণ এপ্রিল ২০১৫ইং)

৭। আল-কোরআন ও হাদীসের আলোকে প্রশ্ন উত্তরে"মাওলানা" অর্থ কি ? এবং প্রকৃত মাওলা ও মাওলানা কে ? (প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ইং)

এছাড়া লেখকের অন্যান্য বিশেষ সমালোচিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমৃধ্য ধর্মীয় গ্রন্থবলি যা, অতি শিঘ্রই আপনাদের খেদমতে আত্ন প্রকাশের পথে রয়েছে যথা:-

১| The Religian of muslim & non-muslim & others in the eye of the Holy Quran? (মুসলিম, হিন্দু, বৈদ্য, ইহুদী-খৃষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে পার্থক্য ও মতভেদ ?)

২। The man is super creater in the eye of the Holy Quran.

(পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব)

৩। The Enemy of the man & Islam ? (মানুষ ও ইসলামের শত্রু?)

৪। ঈদে মীলাদুন্নবী (সা:) বনাম দুরূদ শরীফ পাঠ তথা প্রচলিত মিলাদ শরীফ পাঠ।

৫। (আমার) মুক্তি-যুদ্ধের ডাইরী থেকে সঙ্কলিত ৭১ স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃর্তি বিজড়িত ঘটনাবলি!

৬। কোরআন ও হাদীসের আলোকে 'কিয়ামতের আগে ও পরে কি কি ঘটনা ঘটবে?

৭। পবিত্র আল-কোরআন ও সহীহ হাদীসের-দৃষ্টিতে দ্বীন-ইসলাম এবং এলমে তাসাউফতত্ত্ব।

৮। পবিত্র আল-কোরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে 'শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত, মারেফত, ফানাফিল্লাহ ও বাকাবীল্লাহ।

৯। ঈমান আমল ও সরল পথ প্রাপ্তির সঠিক সহজ উপায় ও পন্থা।

১০। রাজ-রাজা, রাজ-নেতা, রাজনৈতিক দন্ড ও রাজনৈতিক চরিত্র। (বিশ্লেষন ধর্মীয়গ্রন্থ)

১১। পবিত্র আল-কোরআনের তথ্য কথা ও আদম সৃষ্টির গুপ্ত রহস্যভেদ।

১২। পবিত্র আল-কোরআনের আলোকে শেষ নবী হুজুরে-পাক হযরত মুহম্মাদ (সা:) আল্লাহর দুনিয়াতে সর্ব প্রথম 'গণতন্ত্রের' প্রবক্তা ও জনক ? কোরআনে তার নির্দেশ রয়েছে!

১৩ | Islamik Democrace in the eye of the Holy Quran & Religians Law of constitution ? (পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে ইসলামীক গণতন্ত্র ও ধর্মীয় সংবিধান)

১৪। আল-কোরআন ও হাদীসের আলোকে শরীয়াত কি? এবং উহার বিধি-বিধানাবলি সমূহ।

আর এ ছাড়াও রয়েছে, তাওহীদ ও শিরক, রিয়া, ফিত্না ও বে'দায়াত, ঈমান, আমল, ছালাত, জাকাত, রোজা, হাজ্ব, হালাল ও হারাম খাদ্য, এবং ঈমান, আকিদার উপরে রয়েছে বহু তত্ত্বমূলক গবেষণা প্রবন্ধ।

ইনসাহ আল্লাহ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উল্লিলিখিত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় গ্রন্থগুলি আপনাদের খেদমতে প্রকাশ করা হবে।

বি:দ্র:-এই প্রচারিত "মাওলা" ও "মাওলানা'র" প্রশ্নের জবাব, কোরআনের দৃষ্টিতে শাব্দিক অর্থের সঠিক উত্তরের বুকলিষ্ট খানি আপনি মনোযোগের সাথে একবার পাঠ করুন এবং আপনার ঈমানকে সঠিক ভাবে মজবুত করুন ! এবং ফিত্না-বাজদের হাত থেকে নিজ ঈমানকে রক্ষা করুন ? ৫-কফি ফটোকফি করে অন্যকে পাঠ করতে দিন। হে মুসলমান ভাই ও বোনেরা! মনে রাখবেন আপনার অন্তরে যদি কোরআনের প্রতি অঘাত বিস্বাস থাকে তবে আপনার এই সামান্য সহযেগিতায় যদি একটি লোকও শিরকের হাত থেকে ঈমান রক্ষা পায় ? তবে কোরআনের দৃষ্টিতে এই উছিলাটিই হবে কালকিয়ামাতের মাঠে আপনার জান্নাত প্রাপ্তির জন্য যথেষ্ঠ ? পরম দয়ালু কৃপাময় আল্লাহ আমাদের সকলকে হেদায়েত নছিব করুন। "আ-লিফ-লা'ম-মী'ম"। এ যে সেই কিতাব, যাতে কোনও সন্দেহ নেই। মুত্তাকিনদের জন্য সঠিক পথের সন্ধান। আমীন।

ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ